অধ্যায়
২

কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা

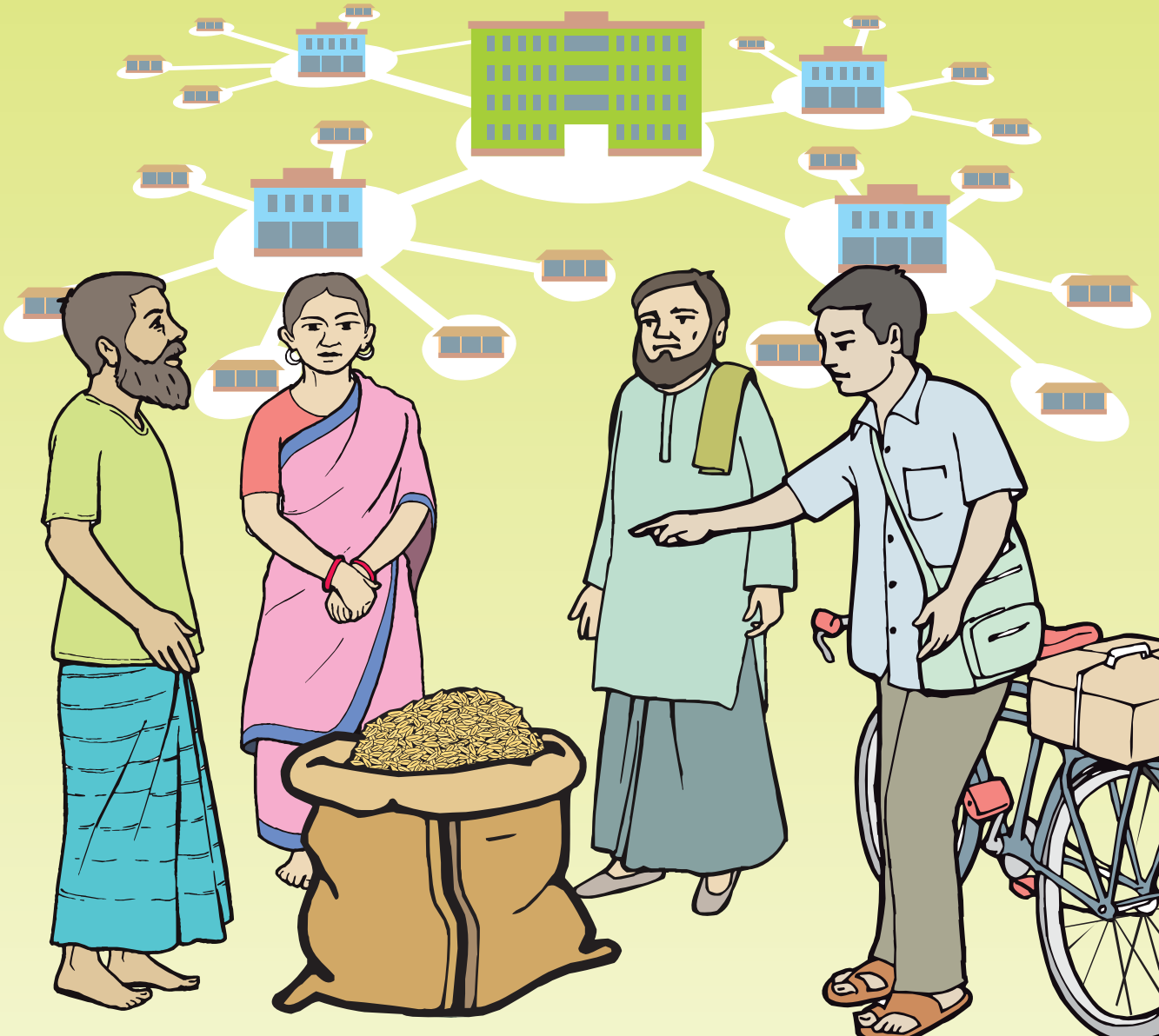

কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা

২.১ সম্প্রসারণ একটি সমষ্টিগত ব্যবস্থা

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বাজার সংযোগ, বাণিজ্যিক কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর অংশগ্রহণ, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি সাম্প্রতিককালে কৃষি সম্প্রসারণের মূল কথা। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ সব বিষয়ে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কৃষক এবং লক্ষ্য কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। নিকট ভবিষ্যতে কৃষি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব স্ব ভূমিকা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের দক্ষতা ও সক্ষমতা অধিকতর নিশ্চিত হবে এবং কৃষিতে বর্তমান সাফল্যের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

২.২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক অবকাঠামো

কৃষি ক্ষেত্রে সময়োপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, কৃষকের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মনিয়োগ এবং সম্প্রসারণ ও গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিসহ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় এক আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষকের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সক্ষমতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

পাশাপাশি কৃষি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবল এবং জনবলের দক্ষতা অপ্রতুল বিবেচিত হয়। সময়ের এ চাহিদা মিটাতে ২০১৪ সনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব নিম্ন স্তর ব্লক হতে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ২৬,০৪২ জন দক্ষ জনবলের সংস্থান সৃষ্টি হয়।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সর্ব শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এ বৃহৎ জনবলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সার্বিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে অধিদপ্তরকে ৮টি উইং-এ সাজানো হয়েছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় (চিত্র ২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক অবকাঠামো প্রদর্শিত হয়েছে।

চিত্র ২: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক অবকাঠামো (পাশে জনবলের সংখ্যা দেখানো হয়েছে)

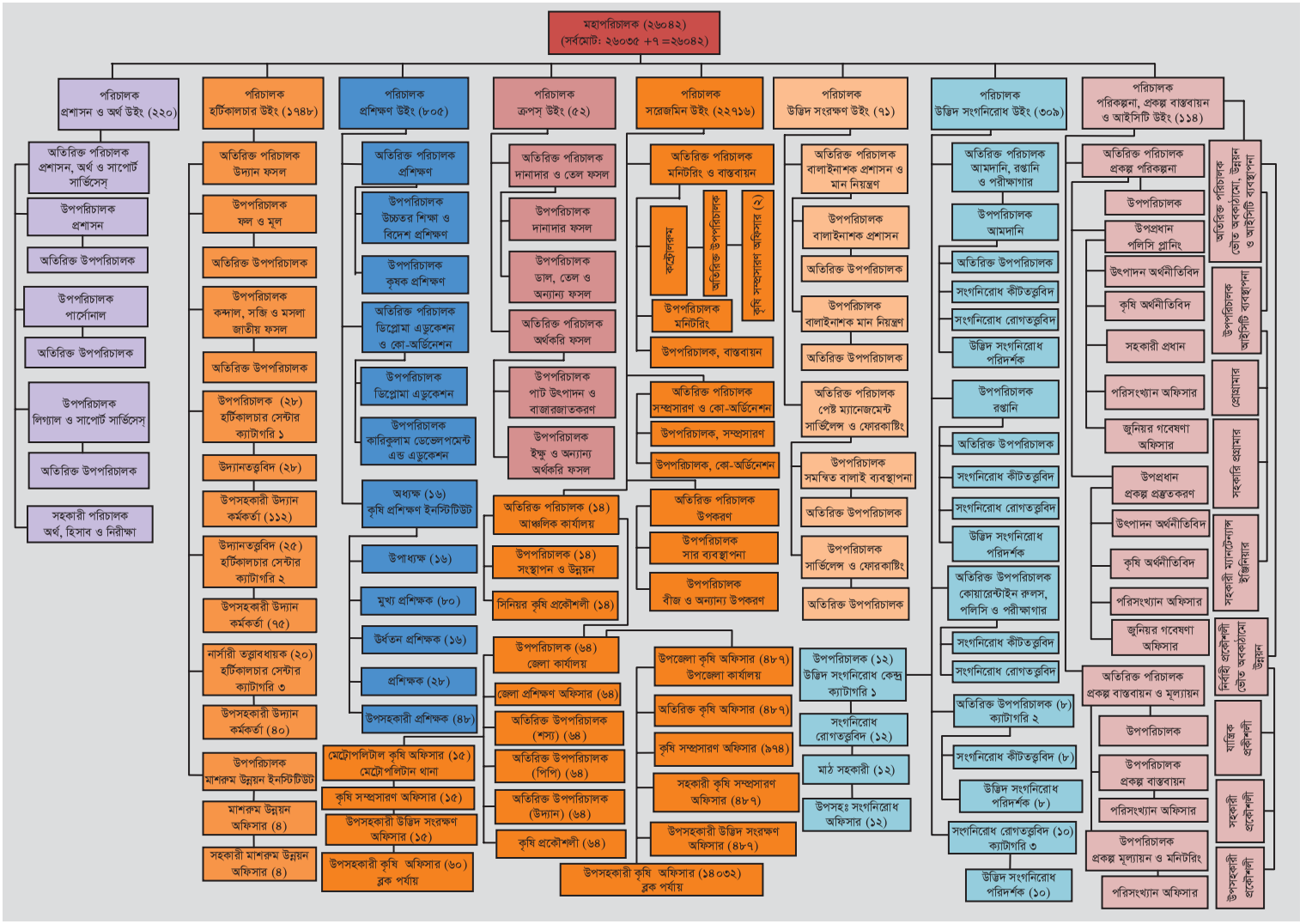

২.৩ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উইংসমূহের দায়িত্বাবলি

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ও সফল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সকল উইং-এর সমন্বয়কারী হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রযুক্তি বিস্তার, ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গুণগত মানসম্পন্ন ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, ই-সম্প্রসারণ সেবা, কৃষি বাজার সংযোগ ও রপ্তানি খাত উন্নয়ন, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে প্রযুক্তির অভিযোজন, কৃষি পরিবেশ সুরক্ষা, সম্প্রসারণ সেবায় নিয়োজিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা সার্বিক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অধিদপ্তরের সকল উইং-এরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তবে কৃষকদেরকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মূল দায়িত্বে রয়েছে সরেজমিন উইং। এ অনুচ্ছেদে সকল উইং-এর দায়িত্বাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২.৩.১ প্রশাসন ও অর্থ উইং

প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- অধিদপ্তরের সকল উইং-এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির কাজে সমন্বয় সাধন
- অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্ব বাজেট ও খরচের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ
- অধিদপ্তরের সকল জনবল নিয়োগ, বদলি ও ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন
- অধিদপ্তরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হাল-নাগাদ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে গ্রহণ, বরাদ্দ প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- অধিদপ্তরের কর্ম পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ
- অধিদপ্তরের সর্ব প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২.৩.২ হর্টিকালচার উইং

হর্টিকালচার উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির তথ্যানুসন্ধান ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- দেশী ও বিদেশী উদ্যান ফসলের মানসম্মত জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও উপযোগিতা যাচাই, সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহে উন্নত ও মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন বিষয়ক তদারকি
- হর্টিকালচার/মাশরুম সেন্টারসমূহের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা, গৃহীত কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন এবং সেন্টারসমূহে বাস্তবায়নাধীন/সম্পাদিত কার্যাদির মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- সেন্টারসমূহে অর্থ ছাড়করণ, সেন্টারসমূহ হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেন্টারের সকল প্রকার আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তদারকি
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মানবসম্পদ, অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- উইং-এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

- সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়
- উদ্যান ফসল উৎপাদনে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও গবেষণাভিত্তিক সমাধানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ
- সদর দপ্তর ও হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ
- বেসরকারি নার্সারি/মাশরুম উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সমন্বয় ও তাদেরকে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

২.৩.৩ প্রশিক্ষণ উইং

প্রশিক্ষণ উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা/জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়, তথ্য সংরক্ষণ
- সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন
- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাস্টার প্লান তৈরি
- সকল প্রকার প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত ও উন্নয়ন
- সকল কৃষি সম্প্রসারণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি এবং মনিটরিং
- বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সহিত কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়
- কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী সেমিস্টার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা গ্রহণ
- কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
- বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড ও সমপর্যায়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়
- চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী কৃষক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি
- আইসিটি ও ইন্টারনেট ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা
- দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেস তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

২.৩.৪ ক্রপস্ উইং

ক্রপস্ উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- সকল মাঠ ফসলের আবাদ, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণ
- ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি বিস্তারে ভূমিকা পালন
- কৃষক পর্যায়ে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহের গ্রহণমাত্রা মূল্যায়ন ও ব্যবহারের হার নিরূপণ
- কৃষি ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিনির্ধারণী প্রস্তাব প্রণয়নে ভূমিকা পালন
- অর্থকরী ফসল ও অদানাদার খাদ্য শস্য যেমন- ডাল, তেল ইত্যাদির আধুনিক চাষাবাদে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ

- অর্থকরী ফসল উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা নিরূপণ, প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত সমাধানসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ
- ফসল উৎপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত সম্প্রসারণ বার্তা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

২.৩.৫ সরেজমিন উইং

সরেজমিন উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও এলাকা ভেদে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক মৌসুমী ও বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ভূমিকা পালন ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তার
- বীজ ও সারসহ সকল কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ এবং কৃষি উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করে সার্বক্ষণিক কৃষকের দোরগোড়ায় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে প্রসার ঘটানোর নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে সময়োচিত সমন্বয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত জলবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন
- দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম সতর্কীকরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তীকালে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- মাঠ পর্যায় থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা, যথাযথ মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- মাঠ পর্যায়ের সমস্যা দৈনন্দিন অবগত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান
- কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন
- সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকগণ সহজেই যাতে ই-সম্প্রসারণ সেবায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ
- কৃষি পরিবেশ সুরক্ষা ও ক্রপ জোনিং-এর ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বারোপ
- পশ্চাৎপদ, ঝুঁকিপ্রবণ ও প্রতিকূল পরিবেশে (যেমন- দক্ষিণাঞ্চল, খরাকবলিত বরেন্দ্র অঞ্চল, চরাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদি) ফসল উৎপাদনের যুৎসই প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ফিড-ব্যাক কার্যক্রমের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ
- কৃষক-সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষি বাজার এর মাঝে সেতু বন্ধন এবং পরস্পরের সহযোগী ও সমন্বয় সাধনে ভূমিকা গ্রহণ
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ ছাড়করণে ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

২.৩.৬ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- The Pesticide Ordinance 1971 (২০০৯ এর সংশোধনী), The Pesticide Rules 1985 (২০১০ এর সংশোধনী)-সহ অন্যান্য বিধিমালার আলোকে বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন
- অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও মেট্রোপলিটান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ
- অতন্দ্র জরিপ ও আগাম সতর্কীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- পরিবেশ বান্ধব ও গুণগত মানসম্মত বালাইনাশক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা তদারকি ও মনিটরিং
- বালাইনাশক প্রশাসন ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করে ফসল সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বালাইনাশক কারখানা পরিদর্শন ও উৎপাদন পদ্ধতি মনিটরিং
- নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহারের ওপর সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় এবং উদ্ভাবিত ফসল সংরক্ষণের প্রযুক্তি সংগ্রহ ও সম্প্রসারণ
- বালাইনাশকের মান/প্রয়োগ মাত্রার সঠিকতা নিরূপণের জন্য নমুনা বিশ্লেষণ
- বালাইনাশকের রেসিডুয়াল মাত্রা পরীক্ষা এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
- উইং-এ স্থাপিত পেস্টিসাইড ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা
- মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত বালাইয়ের উপস্থিতি মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা ইত্যাদি।

২.৩.৭ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন
- Good Agricultural Practice (GAP) উৎসাহিত ও বাস্তবায়ন করা
- International Plant Protection Convention (IPPC) অনুসারে International Plant Protection Organization (NPPO) এর দায়িত্ব পালন
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন বাস্তবায়ন
- উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত বা স্বাক্ষরকারী এমন আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রটোকল, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসরণ ও বাস্তবায়নসহ উদ্ভিদ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম অনুসরণ, পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন
- উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য সুষ্ঠুভাবে আমদানির স্বার্থে সংগনিরোধ কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সীর সঙ্গে সমন্বয়
- রপ্তানি কার্যক্রম শক্তিশালী রাখার স্বার্থে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মসূচি পরিচালনা

- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের রপ্তানীপূর্ব ফাইটোসেনিটারি ইন্সপেকশন ও ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ
- রপ্তানিযোগ্য উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের কাগজপত্র পরীক্ষা করে আমদানিকারী দেশের চাহিদার সঙ্গে পণ্যটি Comply করে কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা
- উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির পূর্বে মাঠ পরীক্ষা/পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

২.৩.৮ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর প্রধান প্রধান দায়িত্ব:

- সম্ভাবনাময় শস্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি বহির্বিশ্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ হাইকমিশনার/রাষ্ট্রদূতগণকে অবহিতকরণ এবং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী আদান-প্রদানে ভূমিকা পালন
- বর্হিবিশ্বের চাহিদা মোতাবেক কৃষি সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি ও মতামত প্রদানে দায়িত্ব পালন
- উইংএর চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং সে মোতাবেক কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- ডিএই এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসহ শস্য সম্পর্কিত আপডেটেড তথ্য সংগ্রহ এবং ডাটাবেস তৈরি
- ফসল সম্পর্কিত সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
- অধিদপ্তরের সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকি
- প্রকল্প সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ
- অধিদপ্তরের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও মনিটরিং
- নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং Environmental Impact Assessment সার্টিফিকেট গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- অনুমোদিত প্রকল্পের বেইস লাইন সার্ভে, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রভাব মূল্যায়ন সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ডিএই এর সময়োপযোগী স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ধারণাপত্র ও রূপরেখা প্রস্তুতকরণ
- ই-কৃষি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ই-সম্প্রসারণ সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও চালুকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- ডিএই ওয়েব-সাইট ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সংযোজন ও হাল-নাগাদ করণ
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্যাদি, সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কৃষকের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ডাটা-বেস তৈরি
- অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে আইসিটি সরঞ্জামের হাল-নাগাদ তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

২.৪ মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে সকল উইং প্রধানের সরেজমিন মনিটরিং ও তদারকি

মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও সুশৃংখলতা বজায় রাখার স্বার্থে ডিএই এর উইংসমূহকে সুনির্দিষ্ট করে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। উইংসমূহকে এ সব দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে পালন করতে হয়, যেমন- ফসলে বালাই এর আক্রমন-নিয়ন্ত্রণ, পেস্ট সার্ভিলেন্স ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, রপ্তানীযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও GAP বাস্তবায়নে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, মাঠে প্রযুক্তি বিস্তার বিশেষ করে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রচার/সম্প্রসারণ, অঞ্চল ও কৃষকের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার পরিস্থিতি, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে ক্রপস্ উইং, উচ্চ মূল্য ফসলের চাষ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাজে হর্টিকালচার উইং, কৃষক ও এসএএওসহ সকল সম্প্রসারণ জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ উইং।

ডিএই এর উইং প্রধানগণ তাদের পারদর্শিতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে উইং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের সকল সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড (আন্তঃউইং-এর কার্যক্রম) সরেজমিনে পরিদর্শন, মনিটরিং ও তদারকিতে জোরদার ভূমিকা পালন করবেন যা ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করবে।

২.৫ ডিএই এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি

২.৫.১ কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা কমিটি

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অধিদপ্তরের উইংসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা, কর্মকাণ্ডের সফল সম্পাদন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুচিন্তিত কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে উইংসমূহের মাঝে সমন্বয় থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেহেতু অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে থাকবে একটি কমিটি- **'কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা কমিটি'**। সভায় প্রতিটি উইং প্রধানগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের মাঠ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা-পর্যালোচনা ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

কমিটির সদস্যগণ প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হয়ে পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করবেন ও বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ডিএই এর উইংসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হবে।

কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারে বা প্রয়োজনে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর পরিচালক।

২.৫.২ ডিএই এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা কমিটি

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদারকরণে অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাদির অগ্রগতি পর্যালোচনা, মনিটরিং ও প্রতিবন্ধতা দূরীকরণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে অন্তত একবার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সভা অনুষ্ঠিত হবে। পদাধিকারবলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ সভা আহ্বান করবেন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়ে সমন্বয় সাধন করবেন। সভায় সকল উইং-এর পরিচালকগণ উপস্থিত থাকবেন।

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর পরিচালক এ সভা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৬ ডিএই এর কো-অর্ডিনেশন কমিটি

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও সমন্বয় এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রধান ও এটিআই প্রধানদের সমন্বয়ে ডিএই এর একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে। কমিটির প্রধান হিসেবে আছেন ডিএই এর মহাপরিচালক ও সদস্য-সচিব উপপরিচালক (প্রশাসন, প্রশাসন ও অর্থ উইং)। প্রতি বছর মৌসুমভিত্তিক নির্ধারিত সময়ে কমিটির ৩টি করে সভা অনুষ্ঠিত হবে, প্রতিটি সভা হবে ফসল মৌসুম শুরুর পূর্বে- ১ম সভা: খরিপ ১ মৌসুম– জানুয়ারি মাসে, ২য় সভা: খরিপ ২ মৌসুম– মে মাসে ও ৩য় সভা: রবি মৌসুম– সেপ্টেম্বর মাসে। প্রয়োজন বিবেচনায় কমিটি অন্তবর্তীকালীন সভা আহ্বান করবে।

২.৭ জেলা/অঞ্চল পর্যায়ের বিভাগীয় সভায় সম্প্রসারণ কার্যক্রম দৃঢ়ীকরণের কর্মপন্থা নির্ধারণ

২.৭.১ জেলা পর্যায়ের বিভাগীয় মাসিক সভা

জেলার উপপরিচালক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে অথবা সুবিধাজনক সময়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাসিক সভা আহ্বান করবেন। সভায় উপস্থিত থাকার জন্য জেলার কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সভায় প্রযুক্তি প্রয়োগ, সম্প্রসারণ সেবার মান, ফসলের মাঠ পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

আন্তঃবিভাগীয় প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিত থাকার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, সমন্বিত সম্প্রসারণ কাজের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে ডিএই এর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সেতুবন্ধন (linkage) প্রতিষ্ঠিত হবে, অংশীদারিত্বও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সর্বাধুনিক কৃষি

প্রযুক্তি, উপকরণ প্রাপ্তি/সরবরাহ পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা অবহিত হতে পারবেন। সভায় আন্তঃবিভাগীয় মতবিনিময়ে জেলাস্থ সম্প্রসারণ কার্যক্রম দৃঢ়ীকরণের কর্মপন্থা নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২.৭.২ অঞ্চল পর্যায়ের বিভাগীয় মাসিক সভা

জেলাস্থ উপপরিচালকদের অংশগ্রহণে অঞ্চল পর্যায়েও জেলার অনুরূপ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এ সভার আয়োজন করবেন। সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সভায় প্রযুক্তি প্রয়োগ, সম্প্রসারণ সেবার মান, ফসলের মাঠ পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

আন্তঃবিভাগীয় আলোচনা ও পর্যালোচনা সম্প্রসারণ কার্যক্রম দৃঢ়ীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সভায় আন্তঃবিভাগীয় প্রতিনিধিদের নিয়মিত উপস্থিতি কৃষি উন্নয়নমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সেতুবন্ধন (linkage) সুদৃঢ় করবে।

২.৮ জাতীয় পর্যায়ে ফসল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বিষয়ক মৌসুমী কর্মশালা

সুষ্ঠু পরিকল্পনা জবাবদিহিমূলক ও সুশংখল কাজের নিশ্চয়তা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফসল উৎপাদন ও চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ডিএই আগাম বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তন ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রণীত আগাম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংশোধন, সময়োপযোগী ও নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে খরিফ-১, খরিপ-২ ও রবি এ তিন মৌসুমেই মৌসুম শুরুর পূর্বে জাতীয় পর্যায়ে দিনব্যাপী পরিকল্পনা পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালার দু'টি পর্ব থাকবে, ১ম পর্ব– মৌসুমী ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ এবং ২য় পর্ব– কৃষকের চাহিদাভিত্তিক মৌসুমী সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ।

কর্মশালা মৌসুম শুরুর আগেভাগেই সম্পন্ন করা হবে যাতে সার্বিক কার্যক্রমের আগাম ও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ডিএই এর বিভিন্ন প্রকল্প গৃহিত মৌসুমী কার্যক্রমও কর্মশালায় উপস্থাপিত হবে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।
পরিচালক, সরেজমিন/ক্রপস উইং-এ কর্মশালার আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৯ প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ড ডিএই এর মূল স্রোতধারায় আত্মীকরণ ও ফলো-আপ

২.৯.১ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে লাগসই ও টেকসই কৃষিপ্রযুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে:

- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ভিত্তি হবে চাহিদাভিত্তিক, যা "Bottom-up" কার্যক্রম নির্দেশ করবে
- প্রকল্প প্রণয়নে চরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, হাওর অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল ও কৃষি পশ্চাৎপদ এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া হবে
- প্রকল্প প্রণয়নে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীল ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সক্ষম এমন শস্য বিন্যাস প্রবর্তন করা হবে
- পরিবর্তিত জলবায়ুর অভিযোজন, রপ্তানি বাণিজ্য, উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, ফুল চাষ, সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হবে
- সকল প্রকল্পের জন্য এককভাবে "সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা" প্রযোজ্য হবে
- স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে
- কৃষিতে নারী, শিক্ষিত যুবকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারিত হবে
- প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ড পরিবেশের ওপর কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে
- প্রাপ্ত সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত হবে
- দারিদ্র্য বিমোচনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে
- প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও প্রকল্পাধীন সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড টেকসই হবে
- প্রকল্পভুক্ত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যাতে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে।

২.৯.২ প্রকল্প কর্মকাণ্ড ডিএই এর মূল স্রোতধারায় আত্মীকরণ ও ফলো-আপ

লক্ষণীয় যে প্রকল্প সহায়তায় বাস্তবায়িত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড উৎপাদনশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প মেয়াদান্তে প্রায়ই এ সকল কর্মকাণ্ড প্রয়োগ/ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। সেহেতু প্রকল্প মেয়াদান্তে প্রকল্পভুক্ত উৎপাদনশীল সম্প্রসারণ কার্যাদি অধিদপ্তরের মূল স্রোতধারায় আত্মীকরণ ও বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ফলো-আপের ব্যবস্থা থাকবে।

২.১০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার প্রশাসনের প্রতি স্তরে 'বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি' (APA) স্থাপনের ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জাতীয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ে বাৎসরিক কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। অধিদপ্তরের প্রতি স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ 'বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি' স্বাক্ষরের ভিত্তিতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন।

২.১১ শস্য অঞ্চলভিত্তিক/পরিবেশ উপযোগী সম্প্রসারণ সেবা

শস্য অঞ্চলভিত্তিক/পরিবেশ উপযোগী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এবং জেলার উপপরিচালক যথাযথ কর্মকৌশল গ্রহণের জন্য দায়িত্ববান হবেন।

২.১১.১ অঞ্চলভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা

ভূ-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে সব ফসল সকল অঞ্চলের জন্য সমান উপযোগী নয়। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এলাকা ও স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী ফসল চিহ্নিত করে অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে (ক্রপ জোনিং) এবং সে অনুযায়ী সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণীত হবে ও সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত করা হবে।

২.১১.২ পশ্চাৎপদ কৃষি অঞ্চলে বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা

দক্ষিণাঞ্চল, চরাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল, হাওর অঞ্চল ইত্যাদি প্রকৃতিগত প্রতিকূলতার কারণে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ সমস্ত পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নে পরিবেশ উপযোগী সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে যাতে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২.১১.৩ পরিবেশ রক্ষণশীল সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে অধিদপ্তর এমন কোন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে না। সম্পদের যুৎসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য অক্ষুন্ন রেখে ও পুনরুদ্ধার করে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে– ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের অধোগামিতা রোধে বা পানির স্তর সংরক্ষণে ভূ-গর্ভস্থ সেচ উৎসে চাপ কম পড়ে এমন শস্য বিন্যাস নির্বাচনে অগ্রাধিকার দিবে ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব আরোপ করবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সংরক্ষণে ভূ-উপরিস্থ সেচ উৎস ও Rain water harvest এর ওপর গুরুত্ব

আরোপ করা যেতে পারে। *সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও কারিগরী যথার্থতার কারণে Rain water নির্ভর আউশ ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে ।*

২.১১.৪ ভারসাম্যহীন ও ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার উজানমুখী অনুপ্রবেশ, ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের ক্রমঃঅধোগমন, অনুপুষ্টি ও জৈব পদার্থের ঘাটতির কারণে কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতায় তীব্রতর আকারে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি ও কর্মকৌশলের সমন্বয়ে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অধিক মাত্রায় সচেষ্ট হতে হবে।

২.১২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে ফি-বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে এবং এ দুর্যোগ কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে এবং যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে কাজ করবে।

কৃষি ক্ষেত্রে দুর্যোগ মোকাবিলায় দু'ধরনের কর্মপন্থা/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যথা-

- দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি: দুর্যোগ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে দুর্যোগ সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার
- দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগ পরবর্তীতে কৃষি পুনর্বাসন/কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ

কর্মপন্থা যাই হউক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই অতি নিবিড়তার সাথে উৎপাদনশীল প্রযুক্তি/সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ ঘটানো হবে।

২.১৩ 'কৃষি সম্প্রসারণ সপ্তাহ' পালন

সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডিএই প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষের কোন একটি সপ্তাহ **'কৃষি সম্প্রসারণ সপ্তাহ'** হিসেবে পালন করবে এবং সপ্তাহটি উদ্‌যাপনে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড/কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রতি বছরের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করা হবে
- সপ্তাহটি জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হবে
- সপ্তাহটি উদ্‌যাপনে কৃষক, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হবেন
- জাতীয়, জেলা ও উপজেলা সর্ব পর্যায়ে সপ্তাহের ১ম দিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণ সপ্তাহ পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে

- প্রিন্ট, ইলেকট্রোনিক মিডিয়া, পোস্টার, ব্যানার, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে জোরদার প্রচার ব্যবস্থা থাকবে এবং স্মরণীকা প্রকাশ করা হবে
- সপ্তাহের প্রতিদিন সভা/সেমিনার/কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে এবং এ সব অনুষ্ঠানে ডিএই এর সাফল্য, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি প্রযুক্তি প্রসার ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকৌশল নির্ধারণ, কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে
- নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কৃষকদেরকে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হবে, তবে একজন কৃষক উপজেলা অথবা জেলা অথবা জাতীয় যে কোন একস্থান হতে পুরস্কৃত হবেন
- সপ্তাহটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপি 'কৃষি প্রযুক্তির মেলা'র আয়োজন করা হবে।

২.১৪ কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনায় সম্প্রসারণের ভূমিকা

কৃষকের দোরগোড়ায় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও বিতরণ কাজের মনিটরিং সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফসল উৎপাদনে সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সার্বক্ষণিকভাবে কৃষকের দ্বারগোড়ায় মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে তৎপর, এ তৎপরতায় যেন কখনও ভাটা না পড়ে বরং উত্তরোত্তর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং নিশ্ছিদ্র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে সে জন্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অধিকতর সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য যে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সার ও বীজ পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ সব উপকরণসহ সকল উপকরণের মনিটরিং ও তদারকি ব্যবস্থা যাতে নিচ্ছিদ্র ও কার্যকর হয় উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তা নিশ্চিত করবেন।

সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে জেলা/উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি, জেলা/উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি। সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এ সব কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ সব কমিটিতে অতিশয় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

২.১৫ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড

কৃষি উপকরণ বিতরণ, ভর্তুকি, কৃষি ঋণ, কৃষি পুনর্বাসন, কৃষি প্রণোদনা ইত্যাদি কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এসএএও, ইউপি/পৌরসভা চেয়ারম্যান/মেয়র, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের প্রচলন করেছে। এ কার্ডটি কৃষকের পরিচয় পত্র হিসেবেও স্বীকৃত, কার্ডটি মাত্র ১০/- টাকার বিনিময়ে কৃষক ব্যাংক

একাউন্ট খোলার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক। কার্ডটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল- পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে কার্ডধারী কৃষক তার আত্মমর্যাদা বোধ করেন এবং সগৌরবে নিজেকে উপস্থাপনের সুযোগ পান।

কার্ডটিতে কৃষকের নিজ ছবিসহ নানাবিধ তথ্য রয়েছে যা একজন কৃষকের প্রকৃত পরিচয় ও বিবরণ সম্বন্ধে অবগত হতে সহায়তা করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কার্ডটি কৃষকের মাঝে বিতরণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে মোট ২ কোটি ১০ লক্ষ ২৬ হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে ২ কোটি ৮ লক্ষ ১৪ হাজার পরিবার অর্থাৎ ৯৯% কৃষক পরিবার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের উপকারিতা ভোগ করছেন।

২.১৬ কৃষক ব্যাংক একাউন্ট

কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ, কৃষি পুনর্বাসন, কৃষি প্রণোদনা, ভর্তুকির অর্থ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে মাত্র ১০/- টাকার বিনিময়ে কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রথা প্রবর্তন করে। এটি কৃষকদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা এবং এর ফলে কৃষকদের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত কৃষক একাউন্ট খোলার সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার অর্থাৎ মোট কৃষক পরিবারের প্রায় ৫০%।

সরকার কর্তৃক কৃষকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে কৃষক তার সুবিধা মত সময়ে প্রদত্ত সহায়তার অর্থ ব্যাংক একাউন্ট থেকে উত্তোলন করেন।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের অর্থ সংশ্লিষ্ট কৃষককে তার ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ফলে কৃষক ব্যাংক একাউন্টের গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদেরকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

২.১৭ সমস্যা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় অভিযোগ কেন্দ্র ও তথ্যপ্রবাহ

২.১৭.১ অভিযোগ কেন্দ্র

কৃষক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের বিষয়ে তড়িৎ সমাধান পেতে সরাসরি কৃষি অফিসে আসা-যাওয়া করেন অথবা বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সমস্যা অফিসকে অবহিত করেন। উপস্থাপিত সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে প্রতি ব্লক (কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র), উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের অফিসসমূহে 'অভিযোগ কেন্দ্র' খোলা হবে। অভিযোগ কেন্দ্রে উপস্থাপিত সমস্যা ও অভিযোগসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে তাৎক্ষণিকভাবে

সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সংরক্ষিত রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্ত করা হবে। ঊর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তা অফিস পরিদর্শনকালীন রেজিস্টারটি নিরীক্ষণ করে তার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এ সব সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের বিষয়সমূহ আমলে নেয়া হবে। রেকর্ডভুক্ত সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ পর্যবেক্ষণ করে মাঠ পরিস্থিতি এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের হাল-নাগাদ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে। অভিযোগ কেন্দ্রটি প্রতিদিন অফিস চলাকালিন সময়ে খোলা থাকবে।

২.১৭.২ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ

মাঠ পর্যায়ের সমস্যা দু'টি আঙ্গিকে বিবেচনা করা যায়: ১। অতি জরুরিভিত্তিতে সমাধান দেয়া বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এমন সমস্যা, যেমন- ধান ফসলে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ এবং ২। জরুরি সমাধান দেয়া সম্ভব নয় এমন কারিগরী সমস্যা যা সমাধানে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য সময়ের প্রয়োজন, যেমন– উত্তম পরিচর্যার পরও ফসলের ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে না।

জরুরি সমস্যাসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে হবে এবং সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে অতি দ্রুত ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে হবে। অন্যান্য কারিগরী সমস্যার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সমাধান প্রাপ্তির জন্য ধাপে ধাপে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নজরে আনতে করতে হবে।

উল্লেখ্য, মীমাংসিত অথবা অমীমাংসিত কোন বিশেষ সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবেই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালক, সরেজমিন উইংকে অবহিত করতে হবে।

কৃষকের যে কোন সমস্যা সমাধানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রয়েছে একটি ধারাবাহিক তথ্যপ্রবাহ, নিম্নে (চিত্র ৩) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যপ্রবাহের বিবরণ দেয়া হল:

চিত্র ৩: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যপ্রবাহ

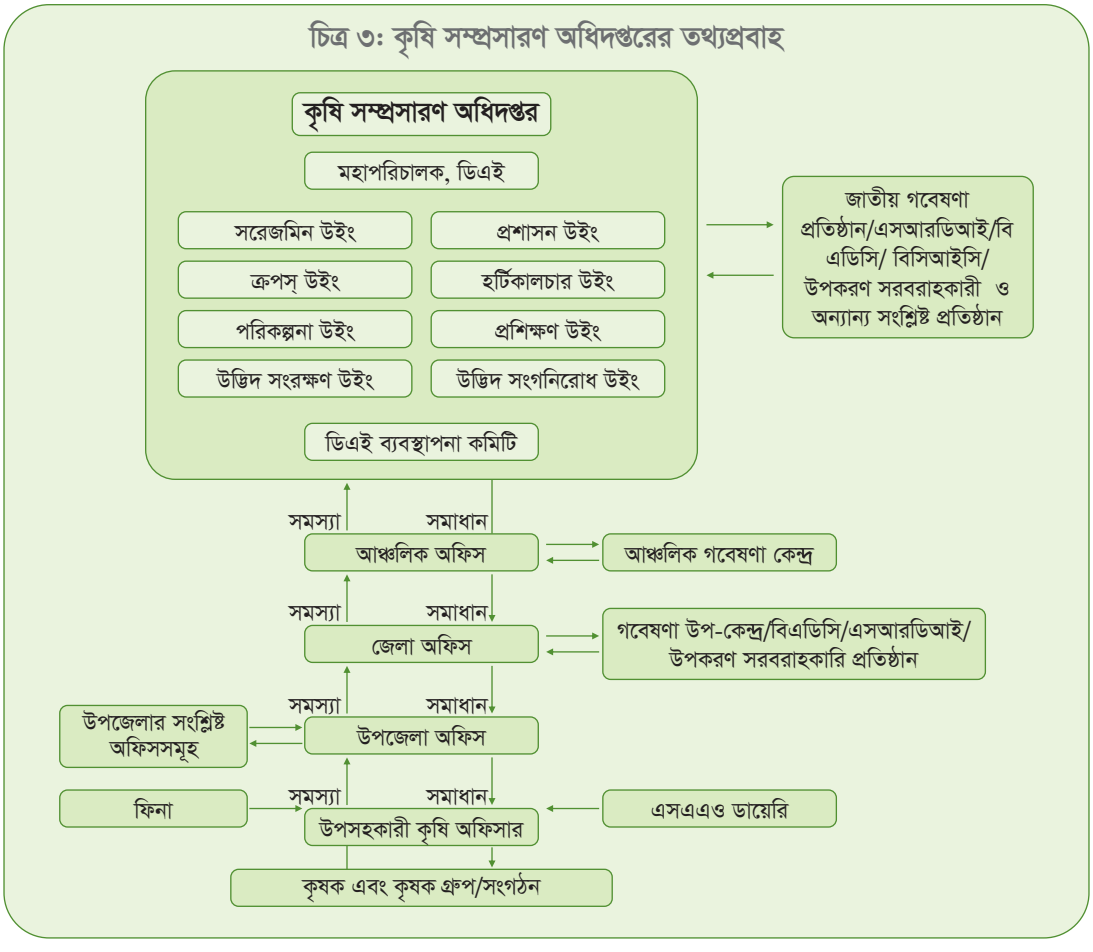

২.১৭.২.১ কৃষক হতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নির্ধারিত ছকের ডাইরিতে রয়েছে কৃষকের সমস্যা ও সমাধান লিপিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা। কৃষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্যা এবং সমস্যার অনুকূলে প্রদত্ত সমাধান উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। যদি কোন সমস্যা অমীমাংসিত থাকে, তাও ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। লিপিবদ্ধকৃত এ সব সমস্যা কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

২.১৭.২.২ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থেকে উপজেলা

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধকৃত অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত উপজেলায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সাপ্তাহিক সভা/প্রশিক্ষণে উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্ত সমাধান যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট কৃষককে অবহিত করবেন। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং সমস্যা সমাধানে

প্রয়োজনে অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অথবা কোন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিবেন। অন্য কোন বিভাগ (যেমন: মৎস, পশুসম্পদ ইত্যাদি) সম্বন্ধীয় সমস্যা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থার নজরে দিবেন।

২.১৭.২.৩ উপজেলা থেকে জেলা

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ উপজেলায় অমীমাংসিত সমস্যা জেলা পর্যায়ের মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্ত সমাধান উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কৃষকের নিকট পৌঁছে দিবেন। সমস্যা সমাধানে উপপরিচালক জেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নিতে পারেন।

২.১৭.২.৪ জেলা থেকে অঞ্চল

উপপরিচালকগণ জেলা পর্যায়ে অমীমাংসিত কোন সমস্যা অঞ্চল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্ত সমাধান যথারীতি সংশ্লিষ্ট কৃষকের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেবেন। মাসিক সভায় অমীমাংসিত কোন সমস্যা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক প্রয়োজনে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (আরটিসি)-এর সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্ত সমাধান সংশ্লিষ্ট কৃষকের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিবেন।

২.১৭.২.৫ অঞ্চল থেকে সদর দপ্তর

অতিরিক্ত পরিচালক অঞ্চল পর্যায়ে অমীমাংসিত কোন সমস্যা পরিচালক, সরেজমিন উইং-এর নিকট প্রেরণ করবেন যা সমাধানের নিমিত্ত ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হবে।

২.১৮ সম্প্রসারণ-অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেতুবন্ধন/যোগসূত্র (Linkage)

২.১৮.১ সম্প্রসারণ-গবেষণা-কৃষক যোগসূত্র

সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সম্প্রসারণ-গবেষণা-কৃষক এর মধ্যে যোগসূত্র/সেতুবন্ধন (linkage) উন্নয়নের বিষয়টি অনস্বীকার্য। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি এবং সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারায় এ যোগসূত্র/সেতুবন্ধনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবত সম্প্রসারণ-গবেষণা পারস্পরিক যোগসূত্র/সেতুবন্ধন স্থাপন করে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রসারণ-গবেষণার সাথে কৃষককে যুক্ত করে পারস্পরিক সেতুবন্ধনের ভিত্তি মজবুত ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

সম্প্রসারণ-গবেষণা-কৃষক যোগসূত্রের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে জাতীয়, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন কমিটি যেমন: EPICC, NATCC, ATC, DEPC, UAECC যা বর্তমানে NTC, RTC,

DTC, UTC হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছে। এ সব কমিটিতে সম্প্রসারণ, গবেষণা ও কৃষক সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন

- গবেষণা ইনস্টিটিউট সমন্বয় কমিটি (RICC), গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিকল্পনা সভা, সম্প্রসারণ-গবেষণা কর্মশালা, কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কর্মশালা ইত্যাদিতে সম্প্রসারণ, গবেষণা ও কৃষক এর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে
- গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষকের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অন-ফার্ম রিসার্চ, মাল্টি লোকেশন টেস্ট ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত "উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অবহিতকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় সম্প্রসারণ ও কৃষক অন্তর্ভুক্ত হবেন
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কোন সভা/কর্মশালা/কৃষি মেলা/মাঠ দিবস ইত্যাদিতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে, অনুরূপভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতেও সম্প্রসারণ ও কৃষকের অংশগ্রহণ থাকবে
- সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গবেষণা কেন্দ্রসমূহে কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে
- মাঠ পর্যায়ের কোন সমস্যা সমাধানে সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে
- গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক যৌথভাবে রোগ-বালাই প্রাদুর্ভাব প্রবণ এলাকা/হট-স্পট পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিবে
- সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনোভেটিভ কাজে কৃষকদের উৎসাহিত করবে।

তাছাড়াও সম্প্রসারণ-গবেষণা-কৃষক যোগসূত্র/সেতুবন্ধনের নতুন ক্ষেত্রসমূহ খুঁজে বের করতে হবে।

২.১৮.২ সম্প্রসারণ- সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা যোগসূত্র

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষকের সকল প্রকার চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কর্মকাণ্ড ছাড়াও কৃষকের দোরগোড়ায় চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন কৃষি উপকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি ঋণ ইত্যাদির প্রাপ্তি/সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেজন্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি তথ্য সংস্থা (এআইএস), বিএডিসি, বিসিআইসি, ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার সাথে সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করে চলবে। এর ফলে পারস্পরিক অংশীদারিত্বও বৃদ্ধি পাবে।

২.১৮.২.১ ডিএই-এআইএস যোগসূত্র

ডিএই এবং এআইএস পারস্পরিক সহযোগিতা ও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কৃষি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এআইএস প্রকাশিত 'কৃষি কথা' কৃষি ও কৃষকের জন্য সময়োপযোগী বার্তা প্রচার ও মনোরঞ্জনে একটি অতি প্রতিষ্ঠিত ফার্ম ম্যাগাজিন। এ ম্যাগাজিনটি তথ্যবহুলকরণে এবং এটির প্রচার ও প্রসারে ডিএই রয়েছে অনবদ্য প্রচেষ্টা। এআইএস-এর ব্যবস্থাপনায় আমতলী, বরগুনায় পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিটি কৃষি রেডিও এফ এম ৯৮.৮, বর্তমানে যার শ্রোতা এক লক্ষেরও অধিক; এটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ডিএই-এর অকুণ্ঠ ও

স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা। এআইএস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃজিত আইপিএম/আইসিএম ক্লাবে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের (এআইসিসি) সূত্রপাত করে আধুনিক ও সময়োপযোগী সম্প্রসারণ বার্তা কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এআইএস স্থাপন করেছে 'কৃষি কল সেন্টার' যেখান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে ১৬১২৩ নম্বরে ডায়াল করে ভোক্তাগণ সুনির্দিষ্ট ও কাঙ্খিত তথ্য সেবা পেতে পারেন। তাছাড়াও এআইএস-ডিএই এর পারস্পরিক সহযোগিতাক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে কৃষি প্রামান্য চিত্র, সম্প্রসারণ বার্তা, কৃষি ডাইরি, এসএএও ডাইরি ইত্যাদি এবং প্রচারিত হচ্ছে রেডিও, টিলিভিশনে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান। ডিএই এর যে কোন তথ্য/সম্প্রসারণ বার্তা প্রচারে এআইএস এর রয়েছে আকুল প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। ডিএই-এআইএস এর যোগসূত্র ও বন্ধন উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের দিগন্ত প্রসারিত হবে ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

২.১৮.৩ সম্প্রসারণ-আদর্শ কৃষক-কৃষক যোগসূত্র

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজে কৃষক-কৃষক যোগসূত্রকে উৎসাহিত করবে। কৃষকদের মাঝে এমন অনেক কৃষক রয়েছেন যারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ বা Inovative বা আদর্শ কৃষক বা Early adopter। সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীগণ এ ধরনের আদর্শ কৃষকদেরকে খুঁজে বের করে তালিকাভুক্ত করবেন এবং সম্প্রসারণ প্রযুক্তি বিস্তারে আদর্শ কৃষক-কৃষক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

২.১৮.৪ সম্প্রসারণ -কৃষি বাজার সংযোগ/যোগসূত্র

উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা ও বাজার মূল্য সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করে। যথাযথ বাজার ব্যবস্থা ও মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার অভাবে কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ ও টেকসই মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, ফলে কৃষকগণ ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হন। এ অবস্থা উত্তরণে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সম্প্রসারণ কর্মীগণ উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি ও বাজার সংযোগ ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে সহায়তা করবেন।

বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর তথ্য ও কর্মপন্থা এখন পর্যন্তও যথেষ্ট উন্নত নয়। বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিরূপণের জন্য কৃষি বাজার অধিদপ্তরের সহিত সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন হতে পারে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রমও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
কৃষি বাজার সংযোগের আলোকে সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২.১৮.৫ সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র

সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র ও সমন্বয় কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজার মূল্য প্রাপ্তি ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষক-বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে কাজ করবে এবং পরস্পরের

মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে একটি টেকসই ও সুশৃংখল বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। নিম্নে (চিত্র -৪) সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র ও সমন্বয় কাঠামো দেখানো হল:

চিত্র ৪: সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র

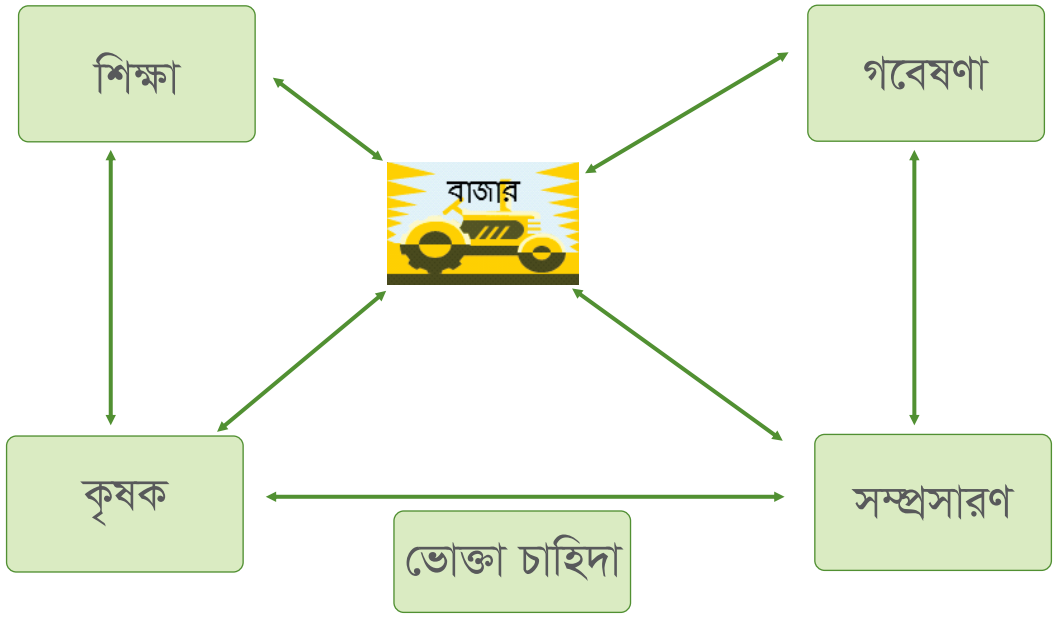

২.১৮.৬ সম্প্রসারণ-আবহাওয়া পরিদপ্তর যোগসূত্র

কৃষি কার্য আবহাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি কার্যে আবহাওয়ার গুরুত্ব উপর্যুপরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কিত দৈনন্দিন তথ্যাদি অবগত হয়ে কৃষকদেরকে জানানো সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচ্য। বিশেষ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্বন্ধে অবগত করানো হলে কৃষকগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের মাঠ ফসল রক্ষায় বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। আবহাওয়াগত পরিবেশের কারণে ফসলের রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ ও আক্রমণের তীব্রতা নিয়ন্ত্রিত হয়, সঠিক সময়ে অবগত হলে কৃষকগণ এ ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সেজন্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহিত যোগসূত্র ও সুসম্পর্ক স্থাপনে ডিএই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

২.১৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে আধুনিকায়ন

২.১৯.১ সময়োপযোগী সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ

সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যৎ কৃষি সম্প্রসারণ গতানুগতিক শুধু ফসল উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পরিধি কৃষি বাণিজ্যিকরণ, কৃষি বাজার সংযোগ, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন ইত্যাকার পরিসরে

বিস্তৃত হবে। তা ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ের লক্ষ্য রপ্তানি উপযোগী, নিরাপদ খাদ্য ও উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সময়োপযোগী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২.১৯.২ ই-সম্প্রসারণ সেবা

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে তথা কৃষির উন্নয়নে ই-সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ই-সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অন-লাইন, অফ-লাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকদেরকে সম্প্রসারিত সম্প্রসারণ সেবাসহ চাহিদাভিত্তিক সকল সেবা প্রদানে বিস্তর ভূমিকা পালন করবে।

সম্প্রসারণ কর্মীগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারেন, যেমন-কৃষকদের সাথে 'ফেস বুক গ্রুপ' সৃষ্টি করে বিভিন্ন সম্প্রসারণ প্রযুক্তি, বাজার দর, কৃষি উপকরণ প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয় রক্ষা করতে পারেন। মোবাইল এ্যাপ তৈরি ও ব্যবহারের মাধ্যমে ই-সম্প্রসারণ সেবা সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। ই-সম্প্রসারণ সেবা জনপ্রিয় করা হলে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে একই সংগে বহুল সংখ্যক কৃষককে বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এলাকার কৃষকগণকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান সহজ হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ই-সম্প্রসারণ সেবা জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ই-সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রমে ক্রমঃঅগ্রসর হচ্ছে। প্রকল্প সহায়তা ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মোবাইল সিম, স্মার্ট ফোন, ট্যবলেট পি সি, ল্যাব টপ সরবরাহ এবং ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা সৃষ্টি করে ই-সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করছে। অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েব সাইট www.dae.gov.bd-এ সম্প্রসারণ সেবামূলক কতকগুলো তথ্যবহুল সেবা বক্সএবং গুরুত্বপূর্ণ লিংক সন্নিবেশ করেছে যা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অবদান রাখছে। ই-সম্প্রসারণ সেবা বক্স ও গুরুত্বপূর্ণ লিংক এর মধ্যে রয়েছে:

- ই-সম্প্রসারণ সেবা বক্স
  - ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি
    - দানাজাতীয় ফসল
    - ডাল, তেল ও মসলা ফসল
    - শাক-সব্জি ও কন্দাল ফসল
    - ফল, ফুল ও অর্থকরী ফসল
  - ই-সম্প্রসারণ সেবা
    - কৃষকের জানালা
    - কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা
    - ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন

- কৃষি সিদ্ধান্ত সহায়তা
  - অন-লাইন সার সুপারিশ
  - ধান উৎপাদন প্রযুক্তি তথ্য ভান্ডার
  - রাইচ ক্রপ ম্যানেজার
  - রাইচ ডক্টর, ইরি

- গুরুত্বপূর্ণ লিংক এর মধ্যে রয়েছে
  - বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
  - বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রসারণ বার্তা প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কমিউনিটি রেডিও এবং টেলিভিশনের বে-সরকারি/সরকারি জাতীয় ও স্থানীয় চ্যানেলসমূহকে সম্প্রসারণ বার্তা প্রচারে বর্তমানের চেয়েও অধিক সম্প্রসারিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.২০ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে নারীকৃষকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জোরদারকরণ

অনস্বীকার্য যে কৃষিতে নারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ডিএই এর কর্মকাণ্ডে নারীকৃষকের অংশগ্রহণ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই, তাদের কর্মকাণ্ডে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রভাব কাংক্ষিত মাত্রায় লক্ষণীয় নয়। কৃষিতে নারী জনশক্তির কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হলে তাদেরকে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কর্মে দক্ষ করে তুলতে হবে।

২.২১ অতন্দ্র জরিপ ও বালাই ব্যবস্থাপনাসহ আবশ্যকীয় কার্যক্রমে ডিএই এর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

ফসলে রোগ-বালাই এর উপস্থিতি ও আক্রমণ-তীব্রতার পূর্বাভাস যাচাইয়ের যথাযথ মাধ্যম অতন্দ্র জরিপ। কখনো কখনো বিশেষ করে অনুকূল পরিবেশে উপস্থিতি টের পাওয়ার পূর্বেই কোন কোন বালাই এর আক্রমণ-তীব্রতার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অতন্দ্র জরিপের মাধ্যমে এ সব ভয়ংকর বালাইয়ের উপস্থিতি ও আক্রমণের পূর্বাভাস সম্বন্ধে অবগত হয়ে ফসল রক্ষায় নিশ্চিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। *তাই মাঠ ফসলে অতন্দ্র জরিপ পরিচালনা ডিএই-এর একটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে।* অতন্দ্র জরিপের নীতিমালা অনুসরণ করে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর তত্ত্বাবধানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাপ্তাহিকভাবে অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং সাপ্তাহিক জরিপের সার-সংক্ষেপ প্রতিনিয়ত মহাপরিচালক বরাবরে উপস্থাপন করবেন।

রোগ-বালাইয়ের উপস্থিতি ও আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বালাই ব্যবস্থাপনা একটি অতি উত্তম মাধ্যম। বালাই ব্যবস্থাপনা ডিএই-এর একটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। সম্প্রসারণ কর্মীগণ বালাই ব্যবস্থাপনার উপাদান সম্বন্ধে উত্তমভাবে অবগত হবেন এবং এর আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, বালাই

ব্যবস্থাপনায় পার্চিং একটি অতি সহজ, কার্যকর ও স্বল্পব্যয়ী কৌশল। পার্চিং কার্যক্রম জনপ্রিয়করণে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কার্যত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অতন্দ্র জরিপ ও বালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর দায়িত্বাধীন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম। সেহেতু পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর পূর্ণ মনিটরিং ও তদারকিতে অতন্দ্র জরিপ ও বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২.২২ দক্ষতা উন্নয়ন

২.২২.১ উপকরণ বিক্রেতা/ডিলারদের কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি

কৃষকগণ তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন-সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরাসরি বিক্রেতা/ডিলারের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। এ সকল উপকরণের গুণগত মান সম্বন্ধে বিক্রেতা/ডিলারদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রায়শঃই বিক্রেতা/ডিলার কৃষকদেরকে এ সব উপকরণের প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সুতরাং উপকরণের প্রয়োগ বিধি ও ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে বিক্রেতা/ডিলারদের যথেষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিক্রেতা/ডিলারদের সততা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেহেতু সার্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে উপকরণ বিক্রেতা/ডিলারদের কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২.২২.২ কৃষি সেবা সহায়ক ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং ও দক্ষতা উন্নয়ন

কৃষি সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান কৃষকের সাথে কাজ করেন ও তাদের স্বার্থে কৃষকদেরকে অদক্ষ পরামর্শ প্রদান করেন বা আনাড়ী কার্য সম্পাদন করে থাকেন, যেমন- সেচ স্কিমের ম্যানেজার বা সেচ পানি বিতরণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি মেকানিক, বালাইনাশক/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাঠকর্মী, বালাইনাশক/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজার উন্নয়ন কর্মকর্তা, বালাইনাশক সিঞ্চন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি। ডিএই মাঠে কর্মরত এ সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে কাজ-কর্ম মনিটিরিং করবে। ডিএই সেচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কৃষি যন্ত্রপাতি মেকানিক বা এ জাতীয় কৃষি সেবা সহায়ক ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ বা আনাড়ী ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা উন্নয়নে শর্ত জারি করে ডিএই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবে।

লক্ষ্য করা যায় যে কোন কোন বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিএই এর অনুমোদন ব্যতিত সরাসরি মাঠে পরীক্ষামূলকভাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষি উপকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রদর্শনী স্থাপনসহ প্রচারণামূলক কার্যক্রমে লিপ্ত থাকে, এতে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রযুক্তির অপ-প্রয়োগ বা অপ-প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। কোন বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিএই এর সদর দপ্তরের অনুমোদন ব্যতিত মাঠে পরীক্ষামূলকভাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষি উপকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রদর্শনী স্থাপনসহ প্রচারণামূলক কার্যক্রমে তৎপরতা গ্রহণ করবে না। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনিটরিংসহ কার্যকর দায়িত্ব পালন করবেন।

২.২২.৩ সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা উন্নয়ন

সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা, ভূমি উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে কৃষি কাজ জটিলতর আকার ধারণ করছে। তাছাড়া আধুনিক কৃষি সম্প্রসাণের পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত হচ্ছে। সব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হচ্ছে। অতীত ধ্যান-ধারণা ও দক্ষতা সাম্প্রতিক কৃষির জন্য অনুপযোগী। সেজন্য প্রথমত প্রয়োজন ডিএই এর সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কৃষকদের দক্ষতায়ও উন্নয়ন ঘটবে। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। তাই ডিএই সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণের অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করবে।

২.২৩ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (এসএএও) পাক্ষিক ভ্রমণসূচি ও প্রশিক্ষণ

২.২৩.১ এসএএওদের নির্ধারিত পাক্ষিক ভ্রমণসূচি

"সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা"র নীতি হল কৃষক গ্রুপের সাথে কাজ করা। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মূলত ডিএই গঠিত কৃষক গ্রুপের সাথে কাজ করবেন, প্রয়োজনে ডিএই'র পুরাতন কৃষক গ্রুপ পুনর্গঠিত হবে ও নতুন কৃষক গ্রুপ গঠন করা হবে (অধ্যায় ৬)। এ ক্ষেত্রে কৃষক মাঠ স্কুলসমূহকে কার্যকর কৃষক গ্রুপে পরিণত করা হবে।

এসএএওদের পাক্ষিক ভ্রমণসূচির বিবরণ নিম্নরূপ:

- দুই সপ্তাহ বা ১৪ পঞ্জিকা দিবসের কার্য পরিক্রম অন্তর্ভুক্ত করে পাক্ষিক ভ্রমণসূচি প্রণীত হবে
- একজন এসএএও এর প্রতি দুই সপ্তাহ বা ১৪ পঞ্জিকা দিবসের কর্ম বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:
  - এসএএও ১৪ কর্মদিবস (দুই সপ্তাহ)-এর মধ্যে ৬ কর্ম দিবসের পূর্বাহ্নে ন্যুনতম ১২ টি (প্রতি কর্মদিবসে ২ টি) কৃষক গ্রুপের সাথে গ্রুপের নির্ধারিত সভাস্থানে সভায় মিলিত হবেন এবং অপরাহ্নে ব্লক/ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে আগন্তুক কৃষকদের সেবা প্রদান করবেন
  - ২ কর্ম দিবসে উপজেলা অফিসে সভা/প্রশিক্ষণে যোগদান করবেন
  - ২ কর্ম দিবসে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এ কৃষক সভা এবং কোন কারণে বাদ পড়ে যাওয়া কৃষক গ্রুপ সভা/প্রকল্প নির্ধারিত কাজ/প্রদর্শনী স্থাপন/অন্যান্য কাজ করবেন। ডিজিটাল সেন্টারের কৃষক সভায় ইউডিসি এর বিদ্যমান ICT (কম্পিউটার, ইন্টারনেট) সুবিধা ব্যবহারে উদ্যোগী হবেন
  - ৪ দিন সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করবেন।

- প্রতি কৃষক গ্রুপের সভাস্থান নির্ধারিত হবে গ্রুপের সদস্যদের পছন্দমত ও সুবিধাজনক স্থানে
- প্রতিটি সভাস্থানের দর্শনীয় স্থানে যুক্তিসংগত আকৃতির আকর্ষণীয় একটি সাইন বোর্ড লাগানো থাকবে, সাইন বোর্ডে যে সব তথ্য লিখা থাকবে: সভাস্থানের নাম, সভার সময়সূচি: যেমন- প্রতি ইংরেজি মাসের ১ম ও ৩য় সপ্তাহের রবিবার সকাল ৯ ঘটিকা, এসএএও এর নাম, এসএএও এর মোবাইল নম্বর ইত্যাদি

- এসএএও কোন একটি কৃষক গ্রুপ পরিদর্শনের নির্ধারিত দিনে সদস্যদের সাথে সভার পাশিপাশি তাদের মাঠও পরিদর্শনে যাবেন
- কৃষক সভায় এসএএও উপজেলা অফিসের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রদত্ত মুদ্দা কথা ও সমকালিন অন্যান্য বিষয়বস্তু/সমস্যা সম্বন্ধে সহায়তাকারী প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন
- উপজেলা অফিসে মাসের ১ম ও ৩য় সপ্তাহের কোন একটি নির্ধারিত দিনে এসএএওদের পাক্ষিক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে, প্রশিক্ষণের পরদিন হতে ভ্রমণসূচির দিন গণনা শুরু হবে
- ব্লকে এসএএও এর দৈনিক কর্মকাল হবে পূর্বাহ্ন ৯.০০ ঘটিকা হতে অপরাহ্ন ৫.০০ ঘটিকা।

এসএএও এর পাক্ষিক ভ্রমণসূচি*** নমুনা স্বরূপ ছক আকারে নিম্নে প্রদত্ত হল:

বার	১ম সপ্তাহ			বার	২য় সপ্তাহ		
	৯.০০-১২.০০	১২.০০-৩.০০	৩.০০-৫.০০		৯.০০-১২.০০	১২.০০-৩.০০	৩.০০-৫.০০
মঙ্গলবার	উপজেলা অফিসে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ			মঙ্গলবার	উপজেলা অফিসে সভা/অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ		
বুধবার	কৃষক গ্রুপ ১	কৃষক গ্রুপ ২	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র	বুধবার	কৃষক গ্রুপ ৭	কৃষক গ্রুপ ৮ কৃষক গ্রুপ	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র
বৃহস্পতিবার	কৃষক গ্রুপ ৩	কৃষক গ্রুপ ৪	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র	বৃহস্পতিবার	কৃষক গ্রুপ ৯	১০	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র
শুক্রবার	সাপ্তাহিক ছুটি			শুক্রবার	সাপ্তাহিক ছুটি		
শনিবার	সাপ্তাহিক ছুটি			শনিবার	সাপ্তাহিক ছুটি		
রবিবার	কৃষক গ্রুপ ৫	কৃষক গ্রুপ ৬	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র	রবিবার	কৃষক গ্রুপ ১১	কৃষক গ্রুপ ১২	কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র
সোমবার	ইউডিসি কৃষক সভা এবং প্রকল্প কাজ/প্রদর্শনী স্থাপন/অন্যান্য			সোমবার	ইউডিসি কৃষক সভা এবং প্রকল্প কাজ/প্রদর্শনী স্থাপন/অন্যান্য		

*** ১। পাক্ষিক ভ্রমণসূচিতে এসএএও এর কৃষক গ্রুপের সঙ্গে সভা/পরিদর্শন এবং কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রে উপস্থিতির সময়সূচি কেবলমাত্র কৃষকের সঙ্গে সর্বাধিক সংযোগ রক্ষার স্বার্থে স্থানীয়ভাবে পরিবর্তন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে। তবে এ পরিবর্তন কর্মদিবসের সময় সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা যথাযথ ব্যাখ্যা সমেত কৃষক গ্রুপের সঙ্গে সভা/পরিদর্শন এবং কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রে উপস্থিতির পরিবর্তিত সময়সূচি ধার্য করে জেলার উপপরিচালকের মাধ্যমে অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করবেন, অন্যথায় পরিবর্তিত সময়সূচি কার্যকর বলে বিবেচিত হবে না।

২। এসএএও এর পাক্ষিক ভ্রমণসূচি প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত) এর আদলে প্রস্তুতকৃত যা 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র নীতিমালা ও শর্তাবলীর সঙ্গে সমঞ্জস্যপূর্ণ। এ ভ্রমণসূচি প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি) পদ্ধতির ত্রুটিসমূহের প্রশমন ঘটাবে: যেমন-

- ব্যক্তি সংযোগের পরিবর্তে কৃষক গ্রুপভিত্তিক অ্যাপ্রোচ
- টপ-ডাউন এর পরিবর্তে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক বটম-আপ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান যা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে অনুসরণ করে
- পাক্ষিক কর্মসূচি গ্রুপভিত্তিক হওয়ার কারণে তা তথ্যচাহিদা নিরূপণ ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল সদস্য-কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যা অংশগ্রহণমূলক নীতিকে সমর্থন করে
- প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন উভয় কার্যক্রমেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা কৃষকের তথ্যচাহিদা পূরণ ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে
- সম্প্রসারণ কর্মীদের কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি।

৩। এসএএও-দের পাক্ষিক ভ্রমণসূচিটি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি সংশোধিত ব্যবস্থা। যে কোন পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কঠোর শ্রম ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। সম্প্রসারণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ করে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এসএএও-দেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ change management কার্যক্রমে বিশেষ দক্ষ, পারদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

২.২৩.২ নির্ধারিত ভ্রমণসূচি অনুসরণ করে কাজ করার সুবিধা

- নির্ধারিত সূচি বা কার্য পরিক্রমে এসএএওদের ভ্রমণ সম্পন্ন হবে, ফলে এসএএওদের মাঠ পরিদর্শন ও সম্পাদিত কাজ হবে অত্যন্ত সুশৃংখল ও পরিমাপযোগ্য
- ভ্রমণসূচি নির্ধারিত থাকার কারণে এসএএও এর ভ্রমণ সম্বন্ধে গ্রুপের সদস্যদের আগাম নোটিস প্রদান বা অবহিতকরণের প্রয়োজন নাই, আগাম নোটিস প্রদান বা অবহিতকরণের জন্য বাড়তি শ্রম এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিরও দরকার হবে না
- ভ্রমণসূচি নির্ধারিত হওয়ার কারণে গ্রুপের সদস্যগণ নিজস্ব চাহিদার আঙ্গিকে পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে সভাস্থানে উপস্থিত হতে পারবেন, এতে সদস্যদের চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রাপ্তিতে সুবিধা হবে
- গ্রুপের সদস্যদের অংশগ্রহণে কৃষকদের প্রকৃত তথ্যচাহিদা নিরূপণ সহজ হবে, যার ফলে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে
- প্রশিক্ষণ বার্তা স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়ার কারণে তা হবে এলাকা উপযোগী ও কৃষকের চাহিদাভিত্তিক
- এসএএও কর্তৃক অগ্রিম পাক্ষিক ভ্রমণসূচি তৈরি এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক তা পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না
- মাঠ পরিদর্শন ছাড়াও মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে এসএএওদের কার্যক্রম মনিটরিং এ সুবিধা হবে

- ব্লকে এসএএও এর অবস্থানসূচি সম্বন্ধে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত থাকবেন, ফলে জরুরি কোন প্রয়োজনে যে কোন কৃষকের পক্ষে এসএএও এর সহযোগিতা পেতে সহজ হবে
- নির্ধারিত সূচি অনুসরণ করা হলে এসএএওদের কাজে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে, দক্ষতা উন্নয়ন হবে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
- পাক্ষিক সূচির নির্দিষ্ট চক্রে ভ্রমণের ফলে গ্রুপের সদস্য-কৃষকদের সঙ্গে ডিএই এর সংযোগ ও সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, তাতে কৃষকগ্রুপের স্থায়িত্ব শক্তিশালী হবে ও টেকসই আকারে রূপ নিবে।

২.২৩.৩ এসএএওদের পাক্ষিক সভা/প্রশিক্ষণ

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে উপজেলা কৃষি অফিসে সভা/প্রশিক্ষণে মিলিত হবেন, বিবরণ নিম্নরূপ:

- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জেলার উপপরিচালকের সঙ্গে আলোচনা ও অনুমোদনক্রমে উপজেলার সভা/প্রশিক্ষণের জন্য সপ্তাহের একটি দিন ধার্য করবেন
- জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তদারকি ও সমন্বয়ের সুবিধার্থে জেলাস্থ বিভিন্ন উপজেলার সভা/প্রশিক্ষণ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্ম দিবসে ধার্য হবে
- ১ম সপ্তাহ: সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ১ম পক্ষের সময়োপযোগী/মাঠ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত/কৃষকের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়বস্তুভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব পরায়ণ হবেন, প্রশিক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ বার্তা এসএএওদেরকে বিতরণ করা হবে
- ২য় সপ্তাহ: উপজেলা অফিসে অনুষ্ঠিতব্য সভায় মাঠে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড ও মাঠ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রতিবেদন দাখিল এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ
- ৩য় সপ্তাহ: সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ২য় পক্ষের সময়োপযোগী/মাঠ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত/কৃষকের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়বস্তুভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব পরায়ণ হবেন, প্রশিক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ বার্তা এসএএওদেরকে বিতরণ করা হবে
- ৪র্থ সপ্তাহ: উপজেলা অফিসে অনুষ্ঠিতব্য সভায় মাঠে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড ও মাঠ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রতিবেদন দাখিল এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।
    - ♦ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক সময় বরাদ্দ থাকবে এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে চলমান প্রশিক্ষণ বার্তার ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও পুনঃআলোচনা উন্মুক্ত করা হবে।

২.২৩.৪ এসএএও পাক্ষিক প্রশিক্ষণ বার্তা তৈরি

প্রশিক্ষণ বার্তা তৈরির ধাপসমূহ হবে নিম্নরূপ:

- প্রশিক্ষণ বার্তা হবে সময়োপযোগী, মাঠে বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও চাহিদাভিত্তিক; বার্তায় থাকবে নতুন প্রযুক্তির সন্নিবেশ, বিশেষ বিশেষ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড, ভূমির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা সংরক্ষণ

কৌশল (জৈব পদার্থ ও মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের ক্ষয়রোধ ও উন্নয়ন), খরা-বন্যা-লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা করে ফসল উৎপাদন ইত্যাদি

- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা চলমান সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের আলোকে প্রশিক্ষণ বার্তার খসড়া প্রস্তুত করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট যাচাইয়ের জন্য উপস্থাপন করবেন
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তা যাচাই ও সংশোধনান্তে জেলার উপপরিচালক দৃষ্টি আকর্ষণ-জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন
- জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা উপজেলা থেকে প্রেরিত প্রশিক্ষণ বার্তায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের পর উপপরিচলকের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই উপজেলায় ফেরৎ পাঠাবেন

২.২৩.৫ এসএএওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সরাসরি কৃষকের সঙ্গে কাজ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণ কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি ও জ্ঞানে অনেক সমৃদ্ধশালী হয়েছেন, পরিবর্তিত জলবায়ু ও পরিবেগত কারণে কৃষি কাজও জটিলতর রূপ ধারণ করছে এবং চাহিদার প্রয়োজনে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। তদানুযায়ী সম্প্রসারণ সেবাও যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কাজেই প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য এসএএওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি একান্তই অপরিহার্য। উপজেলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যাতে চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এসএএও-গণ তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হন।

এসএএও-দের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয়

- উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য এসএএও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে হবে
- ব্লক পর্যায়ে এসএএও-দের কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও তদারকি করতে হবে এবং যথাযথ নির্দেশনার মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- এসএএওদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক করে তুলতে হবে, যাতে learning by doing প্রক্রিয়ায় তাদের দক্ষতার উন্নয়ন হয়
- আধুনিক প্রযুক্তি ও সমকালীন বিষয়ের ওপর এসএএও-দের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- সকল শ্রেণির কৃষক/কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা ও মাঠ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় তাদের পারদর্শিতা বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- শ্রেষ্ঠ এসএএও-দেরকে পুরস্কৃত করতে হবে যাতে উৎসাহ/উদ্দীপনা থেকে তাদের কাজে মনযোগ, আগ্রহ ও দক্ষতা সৃষ্টি হয়।

২.২৩.৬ এসএএও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকি

- উপজেলা পর্যায়ে এসএএওদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় ও মনিটরিং এর মূল দায়িত্বে থাকবেন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা

- এসএএওদের প্রশিক্ষণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন
- উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যকর ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে প্রতি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ের অন্ততঃ একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন, সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক তা নিশ্চিত করবেন
- প্রশিক্ষণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বাধীন কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন
- এসএএও-দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ বার্তা তৈরি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে সার্বিক সমন্বয়, মনিটরিং ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন ডিএই এর পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং।

২.২৩.৭ কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র

প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে এসএএও-দের জন্য একটি করে কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত এ কক্ষটি কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এনএটিপি-ভুক্ত উপজেলাসমূহে এটি ফিয়াক (FIAC) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রটি কৃষকদেরকে তাদের চাহিদামত সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য একটি আদর্শ সেবা কেন্দ্রের রূপ লাভ করবে। এ সেবা কেন্দ্রটি কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি Pest museum/Plant doctor's clinic হিসেবে সজ্জিত করা হবে।

যে সমস্ত ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স স্থাপিত হয় নাই সে সমস্ত ইউনিয়নে পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন বা সুবিধামত কোন স্থান হতে কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

২.২৩.৮ এসএএও ডাইরি

এসএএও ডাইরি একটি সরকারি ডকুমেন্ট এবং এটি হচ্ছে তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকরণের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এসএএও ডাইরির প্রথমেই থাকবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বার্ষিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা লিপিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা। ডাইরিতে লিপিবদ্ধকৃত কৃষকের তথ্যচাহিদা, চিহ্নিত সমস্যা ইত্যাদি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

এসএএও ডাইরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এসএএওদের সম্পাদিত কার্যক্রম ও মাঠ পরিস্থিতি মনিটরিং করা যায় এবং কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুবিধা হয়। এসএএওগণ সঠিকভাবে ডাইরি ব্যবহার করছেন কিনা তদারকি কর্মকর্তাগণ তা মনিটরিং ও নিশ্চিত করবেন।

২.২৪ জবাবদিহিমূলক সম্প্রসারণ কার্য সম্পাদন

জবাবদিহিমূলক সম্প্রসারণ কার্য সম্পাদনের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল- সম্প্রসারণ কর্মীদের দৈনন্দিন কী কাজ আর দৈনন্দিন কাজের কতটুকু সম্পাদন করা হয়েছে তার তথ্য সংরক্ষণ ও আত্ম মূল্যায়ন। ব্লক, উপজেলা,

জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের সকল সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ও প্রতিটি স্তরে সক্রিয় মনিটরিং ব্যবস্থার ফলেই জবাবদিহিমূলক কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে।

২.২৪.১ ব্লক পর্যায়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল ব্লক। ব্লকের অতি দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত থেকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। কোন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্লকের কৃষকগণ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হবেন, ফলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিশন অর্জন বিঘ্নিত হবে। সুতরাং প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে ব্লকে তার দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে এবং সম্পাদিত কাজ তার নিজস্ব মূল্যায়নে ও কৃষকের কাছে জবাবদিহিমূলক হতে হবে।

২.২৪.২ উপজেলা পর্যায়

উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন এবং জবাবদিহিমূলক কর্তব্য সম্পাদন করবেন। উপজেলা কর্মকর্তাগণের প্রধান কাজ হল কৃষকের চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং সে উদ্দেশ্যে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং। উপজেলা কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি কাজে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও মান যাচাই করবেন:

- মাঠ পরিদর্শন ও কৃষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- কৃষক গ্রুপের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন ও গ্রুপে এসএএও-দের সম্পাদিত কাজের মান যাচাই
- এসএএও কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ, কাজের মান ও পরিমাণ
- এসএএও এর সঙ্গে কৃষক/কৃষক গ্রুপ/সংগঠন এর সঙ্গে সংযোগ, পরিচিতি, সম্পর্ক
- এসএএও এর মাঠ পরিদর্শন/মাঠে অবস্থান পরিস্থিতি
- এসএএও এর ডায়েরি পর্যবেক্ষণ ও ডায়েরিতে নির্দেশনামূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধকরণ
- অনুমোদিত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি
- বিভাগীয়/প্রকল্প কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন/বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়িত কর্মসূচির ফলো-আপ
- গৃহীত বিশেষ কর্মসূচি
- দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনের যথার্থতা ইত্যাদি।

মনিটরিং ও তদারকিতে কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে এসএএও এর অবহেলা বা সক্ষমতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে যথা সম্ভব শীঘ্র তা দূর করতে হবে।

২.২৪.৩ জেলা ও অঞ্চল পর্যায়

জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অতিশয় সুনির্দিষ্ট ও গভীরভাবে তদারকি ও মনিটরিং কার্য সম্পাদন করবেন। তদারকি ও মনিটরিং কাজে উপরোল্লিখিত বিষয়াবলীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং অধীনদের জবাবদিহি নিশ্চিত করবেন। উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কর্মতৎপরতা/কর্মসম্পাদন অনেকাংশেই নির্ভর করবে অঞ্চল ও জেলা পর্যায় হতে প্রদত্ত দিক নির্দেশনা এবং মনিটরিং ও তদারকিমূলক কার্য সম্পাদনের ওপর।

তদারকির সুবিধার্থে উপজেলা ও জেলার কর্ম এলাকা কর্মরত কর্মকর্তাদের সংখ্যানুপাতে বণ্টন করে নেয়া যেতে পারে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তদারকি কাজ যেন সর্বাধিক অর্থবহ ও কার্যকর হয়।

উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তদারকির কাজে একটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করবেন। চলমান কার্যপরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিচালক, সরেজমিন উইং অঞ্চল, জেলা ও উপজেলার জন্য চেকলিষ্টের নমুনা সরবরাহ করবেন। প্রত্যেক কর্মকর্তা তদারকি সংশ্লিষ্ট মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ বা মন্তব্যসহ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন। মাসিক প্রতিবেদন ছকের নমুনা পরিচালক, সরেজমিন উইং-এর নিকট হতে সরবরাহ করা হবে।

উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মনিটরিং ও তদারকির কাজে মাসে কতদিন মাঠ পরিদর্শন করবেন তার একটি সম্ভাব্য সূচি নিম্নে (সারণি ২) উল্লেখ করা হল:

সারণি ২: কর্মকর্তাদের তদারকি কাজে মাসিক মাঠ ভ্রমণের ন্যূনতম দিন সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক স্তর	কর্মকর্তার পদবি	মাঠ ভ্রমণের ন্যূনতম দিন সংখ্যা
১	উপজেলা	সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	১০
২	উপজেলা	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	১০
৩	উপজেলা	অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা	১০
৪	উপজেলা	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	৮
৫	জেলা	অতিরিক্ত উপপরিচালক	১২
৬	জেলা	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	১২
৭	জেলা	উপপরিচালক	৮
৮	অঞ্চল	উপপরিচালক	১২
৯	অঞ্চল	অতিরিক্ত পরিচালক	১০

২.২৪.৪ অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন-লাইন মুভমেন্ট ডাটা এন্ট্রি

অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে সরকারি কাজে স্ব স্ব সদর দপ্তরের বাহিরে ভ্রমনে যেতে হয়। তাছাড়াও নানাবিধ কাজে তারা কর্মস্থলের বাহিরে গমন করেন। বিভিন্ন সময়ে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা

পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবস্থান সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেহেতু অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য অন-লাইন মুভমেন্ট ডাটা এন্ট্রির ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং মুভমেন্ট ডাটা সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা অন-লাইনে তার মুভমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করে কর্মস্থলের বাহিরে গমন করবেন যাতে যে কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর্মকর্তার মুভমেন্ট সম্বন্ধে যে কোন সময় অবগত হতে পারেন।

২.২৫ ডিএই এর সকল কর্মকর্তাদের কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যাচাই ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিএই এর এসএএও হতে শুরু করে সকল কর্মকর্তা দৈনন্দিন কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে সম্পাদিত কাজের মান ও কার্যকারিতা যাচাই করবেন এবং সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

২.২৬ কর্মকর্তাদের কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃতকরণ

২.২৬.১ এসএএওদের কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃতকরণ

ভাল কাজের জন্য সবাই পুরস্কৃত হতে চায়, অন্য কিছু না হউক অন্ততঃপক্ষে ধন্যবাদ হলেও আশা করে। সন্তোষজনক কাজের স্বীকৃতি দায়িত্বের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে এবং উপর্যুপরি দায়িত্ববান হতে সহায়তা করে। তাছাড়া স্বীকৃতি প্রদান কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সৃষ্টি করে। কাজেই ভাল কাজের অবশ্যই স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ।

এসএএওদের কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃতকরণের ধাপসমূহ হবে নিম্নরূপ:

- মূল্যায়ন কার্যক্রমে এসএএওদের সম্পাদিত কাজের মান, পরিমাণ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাচাই করা হবে
- নিখুঁত মূল্যায়ন ও বছর ব্যাপী কাজের গতিময়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এসএএও এর কাজ বছরে একবারের পরিবর্তে প্রতি কোয়ার্টারে একবার অর্থাৎ বছরে তিনবার মূল্যায়ন করা হবে
- প্রতিবারই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে এসএএও এর কাজের মান, পরিমাণ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাচাই করে স্কোরিং করবেন
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রতি কোয়ার্টারের মূল্যায়ন শিটসহ স্কোরিং-এর গড় হিসাব গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করবেন
- অতঃপর বছর শেষে তিনটি মূল্যায়নের গড় হিসাবের ভিত্তিতে ১ম স্থান, ২য় স্থান ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে উপজেলায় শ্রেষ্ঠ তিন জন এসএএও বাছাই করা হবে
- উৎকৃষ্টতার স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসে বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র বিতরণ করা হবে

- সনদপত্র অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এবং জেলার উপপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে প্রস্তুত হবে
- আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এবং জেলার উপপরিচালক উপস্থিত থাকবেন
- সনদপত্রের নমুনা ছক ডিএই এর পরিচালক, সরেজমিন উইং হতে সরবরাহ করা হবে।

২.২৬.২ উপজেলা/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃতকরণ

২.২২.১ এর অনুরূপ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকেও তাদের সম্পাদিত উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন কাজের জন্য পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

২.২৭ মনিটরিং, তদারকি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

২.২৭.১ মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্যাদি মনিটরিং-এ সদর দপ্তরের কর্মকর্তা নিয়োগ

বাস্তবায়নাধীন মৌসুমী সম্প্রসারণ কর্মসূচি, কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাদির প্রকৃত মাঠ পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর জন্য কর্মসূচির শুরুতেই সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর হতে জেলার দায়িত্বে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত কর্মপরিধির আলোকে পাক্ষিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দায়িত্বাধীন জেলার মাঠ সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন ও কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রতিটি পরিদর্শন সমাপ্তির পর পরই সুপারিশ সহকারে অর্থবহ ও বস্তুনিষ্ঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং পরিচালক, সরেজমিন উইং বরাবরে দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের মর্মার্থ অনুযায়ী সদর দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গৃহিত হবে।

২.২৭.২ কারিগরী নিরীক্ষা

অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকগণ কারিগরী নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তদারকি জোরদারকরণের জন্য কারিগরী নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। তদারকির কাজে অতিরিক্ত পরিচালকগণ নিয়মিতভাবে উপজেলা ও জেলা পরিদর্শন করেন। কারিগরী নিরীক্ষা প্রতি মৌসুমে সম্পন্ন হবে। কারিগরী নিরীক্ষায় সাধারণ তদারকি পদ্ধতির অতিরিক্ত হিসেবে সম্পাদিত সম্প্রসারণ কার্যাদি পরিবীক্ষণের জন্য একটি বিশেষ চেক লিস্ট ব্যবহার করা হয়। কারিগরী নিরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিচালকগণ একটি জেলা নির্বাচন করবেন। তারপর নির্বাচিত জেলা পরিদর্শনের সময় দৈব চয়নের ভিত্তিতে তিনটি উপজেলা এবং একই প্রক্রিয়ায় প্রতি উপজেলায় দুইটি করে ব্লক নির্বাচন করে কীভাবে কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয় তা নির্ধারিত চেক লিস্ট অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ করবেন। অতিরিক্ত পরিচালকগণ অনুরূপভাবে তার অঞ্চল অধিভুক্ত সকল জেলার কারিগরী নিরীক্ষা সম্পন্ন করবেন।

কারিগরী নিরীক্ষার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত সম্প্রসারণ সেবার মান ও পরিমাণ জানা যায়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল মাঠ কর্মীদের গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কার্যকর।

২.২৭.৩ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

যথাযথ মনিটরিংও তদারকিমূলক কার্যক্রমের ঘাটতির কারণে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন গতিশীলতা হ্রাস পেতে পারে। মনিটরিং ও তদারকিমূলক কর্মকাণ্ডে দায়িত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হতে পারে। এ ব্যাপারে জাতীয়, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ডিএই এ বিষয়ে প্রশাসনিক নির্দেশনা/গাইড জারি করতে পারে অথবা একটি প্রশাসনিক ম্যানুয়াল প্রকাশ করতে পারে।

২.২৮ সম্প্রসারণ সেবার মান উন্নয়ন সেল গঠন

ডিএই সদর দপ্তর সম্প্রসারণ সেবার মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবার মান যাচাই ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালক, সরেজমিন উইং-এর নেতৃত্বে সদর দপ্তরের সকল উইং হতে দক্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে **'সম্প্রসারণ সেবার মান উন্নয়ন সেল'** গঠন করা হবে। এতে সদস্য থাকবেন ন্যূনতম ১৫ জন। উন্নয়ন সেল এর প্রধান/আহ্বায়ক হিসেবে পরিচালক, সরেজমিন উইং সদস্যদের পরিচালনা করবেন। সদস্যগণের মাঝে জেলাসমূহের দায়িত্ব বণ্টন করা হবে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য-কর্মকর্তা দৈব চয়নের ভিত্তিতে ব্লক পর্যায়ের সম্প্রসারণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে সম্প্রসারণ সেবার মান যাচাই করবেন। সদস্য-কর্মকর্তাগণ সেবার মান যাচাইয়ান্তে প্রতি জুলাই ও জানুয়ারি মাসে ষান্মাসিক প্রতিবেদন পরিচালক, সরেজমিন উইং বরাবরে দাখিল করবেন। পরিচালক, সরেজমিন উইং প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে মহাপরিচালক বরাবরে উপস্থাপন করবেন যা পরবর্তী ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনার বিশেষ এজেন্ডা হিসেবে থাকবে এবং সম্প্রসারণ সেবার মান উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

২.২৯ সম্প্রসারণ সহায়ক কার্যক্রম উন্নয়নে ডিএই-এর তথ্য ব্যবস্থাপনা

২.২৯.১ মাঠ পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ রয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি প্রতি কার্য দিবসের সকাল ৯ ঘটিকা হতে রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে। জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতিতে তা সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও খোলা রাখা হয়। নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদানে অতি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সদর দপ্তরের ন্যায় প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যকারিতা প্রযোজ্য হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি তথ্য কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হবে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/তথ্য কেন্দ্রটি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা জরুরী পরিস্থিতিতে বা প্রয়োজনানুযায়ী সার্বক্ষণিক সক্রিয় হবে এবং সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ন্যায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/তথ্য কেন্দ্রে সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষিত থাকবে যাতে চাহিদা মাত্রই যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদনের যোগান দেয়া সম্ভব হয়।

২.২৯.২ অন-লাইন রিপোর্টিং সিস্টেম

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল প্রকার প্রতিবেদন বা রিপোর্ট অন-লাইন সিস্টেমে আদান-প্রদান করা হবে। সেজন্য এ ব্যাপারে অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর আইসিটি শাখা এবং ডিএই এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে সকল অঞ্চল, জেলা, উপজেলা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অন-লাইন রিপোর্টিং ছক সংশ্লিষ্ট উইং/প্রকল্প হতে প্রতিবেদনের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে এবং পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং তা অন-লাইন সিস্টেমে সন্নিবেশ করবে।

ইতোমধ্যে ডিএই ওয়েব সাইটে সার, বৃষ্টিপাত, ফসল আবাদ অগ্রগতি, ফসলের স্তর পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রতিবেদন অন-লাইন সিস্টেমে আদান-প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএই এর ওয়েব সাইটের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবেদন/তথ্য আদান-প্রদানে ই-মেইল প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

তাছাড়া সংক্ষিপ্ত তথ্য/প্রতিবেদন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অফ-লাইন সিস্টেম (মোবাইল এ্যাপ) এর কার্যকর প্রয়োগে ডিএই উদ্যোগী হবে। তথ্য আদান প্রদানে বর্তমানে মোবাইলের এসএমএস অপসন সকলের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে ডিএই সকল প্রকার তথ্য আদান-প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ঘটাতে সচেষ্ট হবে।

২.২৯.৩ সম্পাদিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অতি সফলতার সঙ্গে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করে আসছে। সম্পাদিত এ সব কাজের যথাযথ রেকর্ড বা ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রদর্শনযোগ্য। success story সংরক্ষণ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশের প্রতি ডিএই বিশেষ দৃষ্টি দিবে। অধিদপ্তরের সকল উইং বছর ব্যাপী success story ও ডকুমেন্টটেশনের তথ্যাদি সংগ্রহ করবে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যের কোন ঘাটতি দেখা না দেয়। এটি হবে একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্পাদিত সকল কাজের ডকুমেন্টেশন সৃষ্টি ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর তত্ত্বাবধানে একটি সেল গঠন করবে, গঠিত সেল ডকুমেন্টেশন সৃষ্টি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতি অর্থ বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

২.২৯.৪ তথ্য ভাণ্ডার (Data base) সৃষ্টি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সকল উইং-এর তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভাণ্ডার (Data base) সৃষ্টি করবে। সম্প্রসারণ বা কৃষি বিষয়ক যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য সকল কাজে এ তথ্য ভাণ্ডারের গুরুত্ব হবে অপরিসীম। তথ্য ভাণ্ডারটিতে কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন– বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিরও নানাবিধ তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।

অধিদপ্তরের এ তথ্য ভাণ্ডারটির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর আইসিটি শাখা। অধিদপ্তরের অন্যান্য উইং তথ্যাদি সরবরাহ করে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।

তথ্য ভাণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে "প্রযুক্তি আর্কাইভ" যেখানে কৃষি বিষয়ক সকল প্রকার প্রযুক্তির বিবরণ সংরক্ষিত থাকবে।

তাছাড়া তথ্য ভাণ্ডারে যে সকল বিষয়ে তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে তা নিম্নরূপ:

২.২৯.৪.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

- কৃষি বিষয়ক সাধারণ তথ্যাদি (অঞ্চল, জেলা, উপজেলাভিত্তিক)
- সকল ফসলের আবাদ ও উৎপাদনের পরিসংখ্যান (অঞ্চল, জেলা, উপজেলাভিত্তিক বিগত কয়েক বছরের)
- প্রচলিত শস্য বিন্যাস ও বিগত ২০ বছরে শস্য বিন্যাসের পরিবর্তিত/প্রতিস্থাপিত/বিবর্তনের ধারা
- সেচ এলাকা, সেচ যন্ত্রের সংখ্যা
- প্রকল্পভিত্তিক কর্ম এলাকা ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের বিবরণ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ ও গৃহীত পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচি
- জনপ্রিয় জাতভিত্তিক ফসলের অধীন জমি ও উৎপাদন এর বিবরণ (অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)
- ক্রপ জোনিং সম্পর্কিত বিষদ তথ্যাদি
- ফসলভিত্তিক উৎপাদন খরচের বিবরণ
- ফসলভিত্তিক জনপ্রিয় ও বর্তমান সময়ে অধিক ব্যবহার হচ্ছে এমন প্রযুক্তির তালিকা
- দেশে-বিদেশে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণের বিস্তারিত তথ্য
- সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ
- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এবং কৃষক ব্যাংক একাউন্ট
- কৃষক ডাটা বেস ইত্যাদি।

২.২৯.৪.২ কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

- বিএডিসি কর্তৃক জাতভিত্তিক বীজ সরবরাহ ও বিতরণ (বিগত কয়েক বছর)
- বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রাপ্তির উৎস
- বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি
- বিভিন্ন প্রকার সার ব্যবহারের তথ্য (বিগত কয়েক বছরের)
- সেচযন্ত্রসহ সকল প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিবরণ (বিগত কয়েক বছরের) ইত্যাদি।

২.৩০ সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনায় সরকার প্রণীত নীতি, আইন, বিধি অনুসরণ

সরকার বিভিন্ন সময়ে কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি, পরিকল্পনা, কৌশল পত্র ইত্যাদি প্রণয়ন করছে। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সরকার প্রণীত এ সব নীতি, আইন, বিধি, পরিকল্পনা, কৌশল পত্র ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

সরকার প্রণীত বিশেষ কতকগুলো নীতি, আইন, বিধি, পরিকল্পনা, কৌশল পত্রের মধ্যে রয়েছে-

- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি
- জাতীয় কৃষি নীতি
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি
- সার (ব্যবস্থাপনা) আইন
- সার (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা
- পেস্টিসাইড রুলস্
- সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালা
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি
- বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি
- ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- মাস্টার প্লান ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন সাউদার্ন রিজিওন অব বাংলাদেশ ইত্যাদি।